প্রতীতির বর্ষবরণ

বিদেশে বৈশাখের প্রথম দিনেই নববর্ষ উদযাপন করা প্রতি বছর সম্ভব হয় না। সপ্তা-শেষের ছুটির দিনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এ বছর তার দরকার হয়নি। ১লা বৈশাখ শনিবারে পরায় বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে নববর্ষের টাটকা আমেজ অনুভব করা গেছে পুরোপুরি।

প্রতিবছর এ্যাশফিল্ড পার্কের আশেপাশে কোনো রাস্তায় গাড়ি রেখে হেঁটে পার্কের ভেতর ঢোকার সময় দূর থেকে একটা দৃশ্য আমি খুব উপভোগ করি। সকালের সোনা রোদে শিশির ভেজা ঘাসের ওপর পেতে রাখা সারি সারি সাদা চেয়ার। কি যে অপূর্ব লাগে দেখতে! কিন্তু এবছর প্রতীতি সে আনন্দ থেকে আমাদের বঞ্চিত করলো। ছাই রংয়ের চেয়ারগুলো মন ভরাতে পারলো না। যারা সাত সকালে উঠে মঞ্চ তৈরী করেছেন, গাছে গাছে নানা রংয়ের ব্যানার ঝুলিয়েছেন, সারি সারি চেয়ার পেতে আমাদের বসার আয়োজন করেছেন, নানা স্বাদের পিঠার দোকান সাজিয়েছেন, চায়ের পানি গরম করেছেন তাদের কারো প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা মনে হলো না। শুধু মনে হলো চেয়ারগুলো সাদা হলে ভালোলাগতো। খুব স্বার্থপর ভাবনা!

এ অনুষ্ঠানের সবচেয়ে মোহনীয় মুহূর্তটি হলো এর সূচনা পর্ব। ধীর লয়ে আবহ সঙ্গীতের পটভূমিতে সিরাজুস সালেকিনের দরাজ কণ্ঠের অভিবাদন। নিমেষে হারিয়ে যায় এ্যাশফিল্ড। কর্মব্যস্ত নগরীর সকল চাঞ্চল্য। সুরের সাথে ভেসে যেতে ইচ্ছে করে - দূরে কোথাও, বহু দূরে - রমনার বটমূল ছাড়িয়ে - আরো দূরে - স্বর্গের কাছাকাছি -

কিছু জিনিষ আছে যা শুধু অনুভব করার। পানি খেতে কেমন লাগে তা লিখে বোঝানো কঠিন। এ অনুষ্ঠানটিও তেমনি। তাই লিখে পাতা ভরতে ইচ্ছে করছে না। শুধু কিছু প্রাসঙ্গীক কথা বলে রাখা -

শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী পদকটি এবছর একজন ব্যক্তির পরিবর্তে দেয়া হয়েছে একটি সংগঠনকে। বাংলাদেশে এসিড দগ্ধ মেয়েদের সাহায্যার্থে এদেশে বেড়ে ওঠা কিছু মেয়ে গড়ে তুলেছে প্রবাসী নামে এই সংগঠনটি। বিভিন্ন মেলায় ঝালমুড়ি আর চা বিক্রী করে এরা কয়েক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে পাঠিয়েছে বাংলাদেশে।

দর্শকদের উৎসাহিত করার জন্য কে কি পরে এসেছেন তার জন্য এবছর দেয়া হলো দুটি বিশেষ পুরস্কার। নববর্ষের আমেজকে পোশাকে ধারণ করার জন্য একজন মহিলা এবং একজন পুরুষ পেলেন সেই পুরস্কার।

এ শহরে আমাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সেই সাথে বাড়ছে প্রচার মাধ্যমের কর্মকান্ড। কিন্তু অনুষ্ঠানে দর্শকের সংখ্যা বাড়ছে না। বাড়ছে না শিল্পীদের সংখ্যাও - বরং হারিয়ে গেছে অনেক প্রিয় শিল্পীর মুখ। এমনি একজনকে দর্শকের কাতারে দেখে প্রশ্ন করেছিলাম, কি ব্যাপার বলুনতো? তিনি যেভাবে মৃদু হেসে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন তার অর্থ অভিমান হতে পারে। অনেক দিন আগে একজন অবাঙ্গালীকে অভিমান শব্দের অর্থ বোঝাতে গিয়ে গলদ ঘর্ম হয়েছিলাম। অভিমান মানে কি রাগ? মোটেই না। রাগ আর অভিমানের মধ্যে সুক্ষ পার্থক্য আছে। তাকে বলেছিলাম - রাগ করলে মানুষ যার উপর রাগ তাকে কষ্ট দিতে চায়। কিন্তু অভিমান হলে সে নিজেকেই কষ্ট দেয়। সে কথা বলে না, সে না খেয়ে থাকে, সে নিজের প্রিয় জিনিষটিকে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে। অন্য কারনে না হোক কেবল শ্রোতাদের কথা ভেবেই প্রতীতির উচিৎ এইসব অভিমানী শিল্পীদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা।

- আনিসুর রহমান